মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্য কোন পথে? -৩

মাযহাবের স্বার্থে শত শত সহীহ্ হাদীস বর্জন

ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক নয় কি?

মুক্তি নাযাত ও আলোর পথ

الٓرٰ. كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ.

"আলিফ লা-ম রা; এই কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানব জাতিকে তাদের রবের নির্দেশক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে; পরাক্রমশালী, সর্ব প্রশংসিতের পথে বের করে আনতে পার।" (সূরাহ্ : ১৪ ইব্‌রাহীম: ১)

ابو الكلام محمد عبد الرحمن
আবুল কালাম মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান

مركز بحوث القرآن والسنة
Quran-Sunnah Research Centre (QSRC)
কুরআন-সুন্নাহ্ রিসার্চ সেন্টার

আবুল কালাম মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান
পরিচালক
কুরআন-সুন্নাহ্ রিসার্চ সেন্টার (QSRC)
মোবাঃ ০১৭৪৩-৯৪২৭৪৫ E-mail:aakalam528@gmail.com

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়:
প্রকাশনা ও লাইব্রেরী বিভাগ
কুরআন-সুন্নাহ্ রিসার্চ সেন্টার (QSRC)
২/৪ কুদরত উল্লাহ্ মসজিদ কমপ্লেক্স (২য় তলা),
বন্দর বাজার, সিলেট।

প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০১৩ঈ:

নির্ধারিত মূল্য ঃ ২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র

মুদ্রণেঃ **মঈন কম্পিউটার প্রিন্টার্স**
রাজা ম্যানশন, জিন্দাবাজার, সিলেট
ফোন: ৭২৬৩৬৮, ০১৭১২-৫০৫২৩৬

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্মরণীয় বাণী	০২
শুরুতে যা বলতে চাই	০৪
প্রচলিত ধারণা "আল্লাহ্ নিরাকার"	০৬
প্রচলিত ধারণা "আল্লাহ্ তা'আলা সর্বত্র বিরাজমান	০৬
হানাফী মায্হাবের সিদ্ধান্ত-তিন	০৭
মায্হাবী সিদ্ধান্ত- চার	০৯
মায্হাবী সিদ্ধান্ত পাঁচ	১২
মায্হাবী সিদ্ধান্ত ছয়	১৪
মায্হাবী সিদ্ধান্ত সাত	১৮
মায্হাবী সিদ্ধান্ত আট	২১
মায্হাবী সিদ্ধান্ত নয়	২৪
মায্হাবী সিদ্ধান্ত দশ	২৫
মায্হাব ও ত্বরীক্বাভিত্তিক আক্বীদাহ্-বিশ্বাস ও আমল	২৬
এক নজরে আমাদের করণীয়	৩১
আল্লাহ্র দরবারে ধরণা	৩২

স্মরণীয় বাণী

(আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে এবং মতবিরোধ করেছে তাদের নিকট স্পষ্ট দলীল সমূহ আসার পর। আর তাদের জন্যই রয়েছে কঠিন-কঠোর আযাব)

(৩-সূরাহ্ আলি-ইমরান: ১০৫)

((অবশ্যই সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব। আর সর্বোত্তম পথ ও আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মাদ ﷺ এর পথ ও আদর্শ। আর সর্বনিকৃষ্ট ও সবচেয়ে খারাপ কাজ হলো দ্বীনের মধ্যে নতুন জিনিস আবিষ্কার করা। প্রত্যেক নব আবিস্কৃত জিনিসই হচ্ছে বিদ্'আত। প্রত্যেক বিদ্'আতই হচ্ছে পথভ্রষ্ট। আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টতাই হচ্ছে জাহান্নামের পথ।))

(সহীহ্ মুসলিম-৮৬৭, নাসাঈ)

○ জেনে রেখ! সহীহ্ হাদীসই আমার মাযহাব।

----ইমাম আবূ হানীফা (র.)

○ আল্লাহ্র রাসূল ﷺ এর জীবদ্দশায় যা দ্বীন বলে গণ্য হয়নি আজও তা দ্বীন বলে গণ্য হবে না। ----(ইমাম মালিক (র.)

○ তোমরা অবশ্যই আল্লাহ্র রাসূল ﷺ এর সুন্নাতের অনুসরণ করবে- অন্য কারো কথা শুনবে না। অতএব তোমরা আমার তাক্বলীদ করবে না।

----ইমাম শাফিঈ' (র.)

○ তোমরা আমার তাক্বলীদ করবে না। ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ', ইমাম আওযাঈ ও ইমাম ছাওরীর ও তাক্বলীদ করবে না। বরং তাঁরা যে উৎস (কুরআন-সুন্নাহ্) হতে দ্বীন গ্রহণ করেছেন, সেখান থেকে তোমরাও গ্রহণ কর। ----ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (র.)

✪ শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বলেন, **হে পাঠক!** বর্তমান সময়ে বিশ্বের প্রায় সকল অঞ্চলে তুমি মুসলমানদের দেখবে যে, তারা বিগত কোন একজন মুজতাহিদ ইমামের মায্হাবের অনুসরণ করে থাকে। তারা মনে করে যে, একটি মাসয়ালাতেও যদি ঐ ইমামের তাক্বলীদ হতে সে বেরিয়ে আসে, তাহলে হয়তবা সে মুসলিম মিল্লাত থেকেই বের হয়ে যাবে। ঐ ইমাম যেন একজন নাবী, যাকে তার কাছে প্রেরণ করা হয়েছে (كَأَنَّهُ نَبِيٌّ بُعِثَ إِلَيْهِ) এবং যার অনুসরণ তার উপর ফরয করা হয়েছে। অথচ ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোন মুসলমান কোন একটি নির্দিষ্ট মায্হাবের অনুসারী ছিলেন না।

(তাফহীমাতে ইলাহিয়্যাহ্ ১/১৫১ পৃঃ ও হুজ্জাতুল্লাহিল বা-লিগা, ১মখন্ড, ২৮৩ পৃঃ। সূত্র ঃ আ.হা. আ. কি ও কেন? ৫ম সংস্করণ, হা.ফা.বা. পৃষ্ঠা-২৩)

✪ **ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রাহিঃ) তাঁদের উস্তাদ ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর প্রায় এক তৃতীয়াংশ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন।**

(ইমাম আশ্-শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী-আসলু সীফাতি সালাতিন্ নাবী (সাঃ) ৩৫ পৃষ্ঠা)

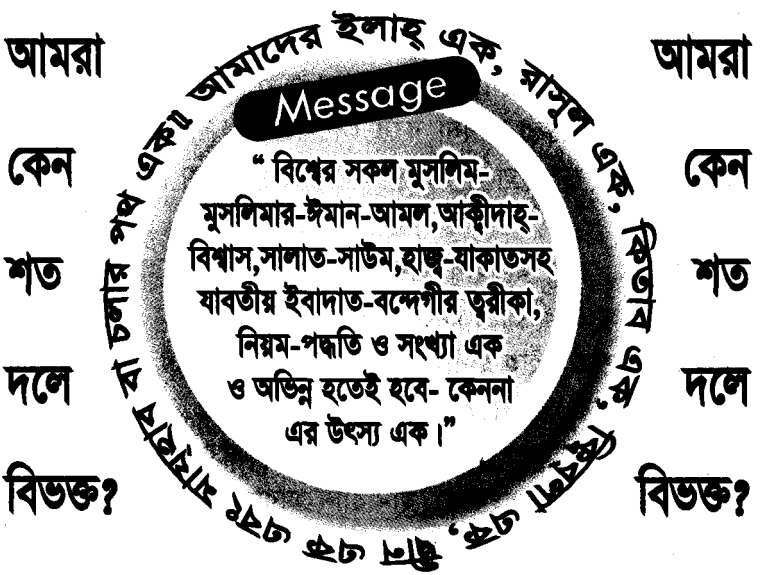

শুরুতে যা বলতে চাই

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبى الذى لانبى بعده

আমাদের সমাজের অনেকের ধারণা প্রসিদ্ধ চার মায্হাবই স্ব-স্বস্থানে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে এক সাথে চার মায্হাব মানা যাবে না। যে কোন একটি মায্হাব মানতে হবে। কেননা যে কোন একটি মায্হাবের অনুসরণ করা উম্মাতের জন্য ফরয।

প্রচলিত এই ধরণা বিশ্বাস অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়। যেমনঃ

১। প্রচলিত এই মায্হাব সমূহ কখন ও কারা সৃষ্টি করেছেন?

২। কোন দলীলের ভিত্তিতে চার মায্হাব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত?

৩। যে কোন একটি মায্হাব অনুসরণ করা ফরয-কে এই নির্দেশ জারী করলেন?

৪। প্রসিদ্ধ চার ইমামের কেউ কি এমন নির্দেশজারী করে গিয়েছেন যে, আমি মায্হাব সৃষ্টি করে গেলাম যা তোমাদের জন্য মেনে চলা ফরয?

৫। চার মায্হাবের যে কোন একটি অনুসরণ করা ফরয হলে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কোন মায্হাবের অনুসারী ছিলেন?

৬। চার ইমামের মাতা-পিতা, দাদা-দাদীসহ তাদের পূর্ব পুরুষ ও ইমামগণের সম্মানিত উস্তাদগণ কোন মায্হাবের অনুসারী ছিলেন?

৭। কবরে ও হাশরে চার ইমাম, চার মায্হাব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে কি?

৮। সিরাতুল মুস্তাক্বীম সরল ও সোজা রাস্তা আল্লাহ্র পথ একটি না চারটি?

আমরা কি কখনো চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছি যে, যদি নির্দিষ্ট কোন মায্হাব অনুসরণ করা হয় তা হলে দুনিয়া ও আখেরাতে আমরা কি কি ক্ষতির সম্মুখীন হবো-হচ্ছি?

প্রথমতঃ নির্দিষ্ট কোন মায্হাব মানলে পরিপূর্ণভাবে কুরআন ও সহীহ্ হাদীস মানা যাবে না-আংশিক ভাবে মেনেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

দ্বিতীয়ত : শত শত সহীহ্ হাদীস জানার পরও মানা যাবে না, আমল করা যাবে না শুধুমাত্র মাযহাবী অজুহাতের কারণে।

তৃতীয়তঃ যারফলে মুসলিম সমাজে নেমে আসবে হিংষা-বিদ্বেষ, অনৈক্য-ইখ্তিলাফ, অশান্তি-বিশৃংখলা, হানাহানি-মারামারি, দলে দলে বিভক্তি ও ইফ্তিরাক্ব। বর্তমান মুসলিম সমাজ যার বাস্তব সাক্ষী। ইহাই হলো দুনিয়ার

জীবনে মুসলিম উম্মাহ্‌র মহাক্ষতি ও দুনিয়ার জীবনের কঠিন শাস্তি।
আর অসংখ্য সহীহ্ হাদীস না-মানার কারণে ঈমান, আক্বীদাহ-বিশ্বাস পরিপূর্ণ হবে না। আমল, ইবাদাত-বন্দেগী পরিপূর্ণ হবে না। হবে না সহীহ্ শুদ্ধ। পক্ষান্তরে ক্ববুল ও গ্রহণীয় হবে না আল্লাহ্‌র দরবারে। যার ফলে নেমে আসবে পরকালে পীড়াদায়ক শাস্তি-মহাক্ষতি। নির্দিষ্ট কোন মায্‌হাব অনুসরণ করলে শত শত সহীহ্ হাদীস মানা যাবে না, আমল করা যাবে না, মায্‌হাবী ধরা-বাধা নীতির কারণে। এ বইতে একটি মায্‌হাবের কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি।
যেমন : **"আল্লাহ্ নিরাকার-সর্বত্র বিরাজমান"** এ বক্তব্য কুরআনুল কারীমের ১৫৫ টি আয়াত ও অসংখ্য সহীহ্ হাদীস বিরোধী।
"সালাতে প্রথম তাক্‌বীর ব্যতীত আর কোথাও রাফ্‌উল ইয়াদাঈন বা দু'হাত উঠানো যাবে না।"
এ সিদ্ধান্ত প্রায় ৪০০ শত সহীহ্ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। মাযহাবী এ সিদ্ধান্ত ২০টি সহীহ্ হাদীস বিরোধী।
"জোরে আমীন বলা যাবে না"
এ ধারণা সরাসরি ১৭টি সহীহ্ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক।
"মুক্তাদী ঈমামের পিছনে সূরাহ্ ফাতিহা পড়তে পারবে না"
এ ফাত্‌ওয়া প্রায় ৩০০ শত সহীহ্ হাদীস বিরোধী।
জানাযার সালাতে সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করা যাবে না।
এ বক্তব্য আমল বিধ্বংশী ও অনেক সহীহ্ হাদীস বিরোধী।
"বিত্‌রের নামায তিন রাক্‌য়াতই"
এ সিদ্ধান্ত ১৩৭টি সহীহ্ হাদীস বিরোধী।
"মাগরীবের সালাতের পূর্বে কোন সুন্নাত সলাত নেই"
২৯টি সহীহ্ হাদীসদ্বারা সুপ্রমাণিত যে মাগরীবের পূর্বে দু'রাক্‌য়াত সালাত আছে।
*** ৬ তাকবীরে ঈদের সালাত আদায় করবে'।**
ঈদের সালাতে ১২ তাক্‌বীর ১৫২টি সহীহ্ হাদীস দ্বারা সুপ্রমাণিত।
সম্মানিত আমার ভাই ও বোনেরা। এখনই আমাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে-আমরা কি কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের বিরোধীতা করে মায্‌হাব মানব? না সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকিত পথ ধরব?
হে আল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন॥ আমীন।

আবুল কালাম মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান

আমাদের সমাজে প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাস যে-
এক. "আল্লাহ্ নিরাকার"

আল্লাহ্ তা'আলা কি সত্যিই নিরাকার? যেমনটি পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রায় সকল হানাফী মায্হাবের অনুসারীরা মনে করে থাকেন?
আল্লাহ্ তা'আলাকে নিরাকার মনে করলে আক্বীদাহ্ ও বিশ্বাসে নেমে আসবে অন্ধকার যার পরিণাম ও পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ তা কি আমরা কখনো ভেবে দেখেছি?
উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি ধ্বংশাত্মক পরিণতি ও পরিণাম উল্লেখ করছি যাতে আমরা সাবধান হই।
১। আল্লাহ্ তা'আলাকে 'নিরাকার' মনে করলে আল্লাহ্র যাত, স্বীয় সত্তা, সীফাত ও যাবতীয় সুমহান গুণাবলীকে অস্বীকার করা হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্কেই অস্বীকার করা হয়।
'আল্লাহ্ নিরাকার' এ বিশ্বাস বা ধারণা হিন্দুদর্শন থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। হিন্দু ধর্ম শিক্ষায় বলা হয়েছে–ভগবান নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান।
এ বক্তব্য, বিশ্বাস ও ধারণা কুরআন-সুন্নাহ্ বিরোধী, কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। সহীহ্ ও সঠিক আক্বীদাহ্ বিশ্বাস হলো: আল্লাহ্ তা'আলা সাকার। মহান আল্লাহ্র আকার আছে। আল্লাহ্র আকার-আকৃতির নেই কোন উপমা, নেই কোন দৃষ্টান্ত, নেই কোন সাদৃশ্য। আল্লাহ্র আকার আল্লাহ্র মতই। কেবলমাত্র তিনি জানেন তাঁর আকার। আল্লাহ্ তা'আলা সাকার এর প্রমাণে রয়েছে ১৪০টি আয়াত ও অসংখ্য সহীহ্ হাদীস। আল্লাহ্কে 'নিরাকার' মনে করা কুরআন-সুন্নাহ্কে অস্বীকার করার শামিল।

আমাদের সমাজে আরো একটি প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাস যে,

দুই. আল্লাহ্ তা'আলা সর্বত্র বিরাজমান

ইহা একটি ঈমান বিধ্বংশী আক্বীদাহ্-বিশ্বাস। যা ভিন্ন ধর্ম থেকে আমদানী করা হয়েছে। যা সরাসরি কুরআন সুন্নাহ্র সাথে সাংঘর্ষিক।

সহীহ্ আকীদাহ্ বিশ্বাস হলো ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সত্তায় সৃষ্টি জগতের উর্ধ্বে আরশের উপর সমুন্নত তিনি যেভাবে চেয়েছেন সেভাবেই।

মহান আল্লাহ্ বলেন- ﴿الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى﴾

"পরম করুণাময় আল্লাহ্ আরশের উপর সমুন্নত" (সূরাহ্ ত্বা-হা:৫)

মহান আল্লাহ্ স্বীয় সত্তায় আরশে। তিনি স্বীয় সত্তায় সব জায়গায় বিরাজমান নন। বরং তাঁর ইল্‌ম, তাঁর জ্ঞান, তাঁর কুদরাত, ক্ষমতা, রাহমাত ও মাগফিরাত সর্বত্র বিরাজমান। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্ব দ্রষ্টা ও সর্বময় ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক।

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সত্তায় সৃষ্টি জগতের উর্ধ্বে মহা আরশে ১৫টি আয়াত ও অনেক সহীহ্ হাদীসদ্বারা সু প্রমাণিত।

বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন আমার লেখা বই

"কুরআন সুন্নাহ্র আলোকে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ? "আল্লাহ্ নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান" এমন আক্বীদাহ্ বিশ্বাস পোষণ করেন পাক ভারত উপ মহাদেশের প্রায় সকল হানাফী ভাই ও বোনেরা। এমন ধারণা বিশ্বাস করলে কমপক্ষে কুরআনে কারীমের ১৫৫টি আয়াত ও অসংখ্য সহীহ্ হাদীস অস্বীকার করা হয়। এ বিষয়টি কি কখনো চিন্তা-ভাবনা করেছি? এটা কি ভাবনার বিষয় নয়?

তাই আাসুন আজই আমরা কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে আমাদের আক্বীদাহ্-বিশ্বাস সংশোধন করি।

তিন. হানাফী মায্হাবের সিদ্ধান্ত

"নামাযে প্রথম তাক্বীর ছাড়া আর কখনো দুই হাত উঠাবে না।

(আল-হিদায়া, ১ম খন্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা)

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সরাসরি আল্লাহ্র রাসূল (সা.) এর কথা, কাজ ও বাস্তব আমলের সাথে সাংঘর্ষিক। আল্লাহ্র রাসূল (সা.) সালাতে চার জায়গায় দু'হাত উঠাতেন অর্থাৎ চার জায়গায় رَفْعُ الْيَدَيْن করতেন।

১. তাক্বীরে তাহ্রীমার সময়। ২. রুকূতে যাওয়ার সময়। ৩. রুকূ থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সময়। ৪. তৃতীয় রাক্য়াতে দাঁড়িয়ে বুকে হাত বাঁধার সময়।

হাদীস ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রা.) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহ্র রাসূল ﷺ তাঁর উভয় হাত কাধ বরাবর উঠাতেন যখন তিনি সালাত শুরু করতেন। আর যখন তিনি রুকুতে যাওয়ার জন্য তাক্বীর বলতেন এবং যখন তিনি রুকু হতে মাথা উঠাতেন তখন দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন এবং বলতেন-

((سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ))

কিন্তু সাজদার সময় এমন করতেন না।

অন্য বর্ণনায়: এবং রাসূল (সা.) দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন যখন দু'রাক্য়াত শেষ করে দাঁড়াতেন।

(সহীহুল বুখারী, প্রকাশনায়: তাওহীদ পাবঃ, কিতাবুল আযান-১০, অধ্যায় ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, হাদীস নং ৭৩৫, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮, ৭৩৯)।

উল্লেখ্য যে, রাফ্উল ইয়াদাঈন এর হাদীস সহীহ্ বুখারীতে ৫টি, সহীহ্ মুসলিমে ৬টি, নাসাঈতে ৫টি, তিরমিযীতে ২টি, আবূ দাউদে ৯টি এবং ইবনে মাযাহ্তে ৯টি। মোট ৩৬ টি সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে কুতুবে ছিত্তায়। ইমাম বুখারী (রাহ:) এর জগৎ বিখ্যাত কিতাব **"জুয্উ রাফ্উল ইয়াদাঈন"** যা বাংলা ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। এ কিতাবে হাদীস ও আছারে সাহাবা এর সংখ্যা ১৯৮টি। রাফ্উল ইয়াদাইন এর হাদীস বর্ণনা করেছেন খুলাফায়ে রাশিদীন, আশারায়ে মুবাশ্শরাহ সহ প্রায় ৫০ জন সাহাবায়ে কিরাম ﷺ এবং বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা প্রায় ৪০০শত।

আল্লাহ্র রাসূল ﷺ সারাজীবন সালাতে রাফ্উল ইয়াদাঈন করেছেন-আব্দুল্লাহ্ বিন উমার (রা:) রাফ্উল ইয়াদাইন-এর হাদীসের শেষে বলেন:

فَمَازَالَتْ تِلْكَ صَلاَتُهُ حَتّٰى لَقِىَ اللّٰهَ تَعَالى.

"আল্লাহ্র রাসূল ﷺ এর সালাত এভাবেই জারী ছিল যতদিন না তিনি আল্লাহ্র সাথে মিলিত হন" (বায়হাক্বী)।

যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ:) বলেন: রাফ্উল ইয়াদাইন এর হাদীস আল্লাহ্র রাসূল ﷺ থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে সাব্যস্ত। তাই কোন মু'মিন-মু'মিনার জন্য উচিৎ হবে না শত শত সহীহ্ হাদীসকে বাদ দিয়ে সালাতে রাফ্উল ইয়াদাইন না করে সালাত আদায় করা।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! মাযহাবী একটি সিদ্ধান্ত প্রায় চারশত সহীহ্ হাদীস বর্জন করতে বাধ্য করে। এখন আমরা শত শত সহীহ্ হাদীস বাদ দিয়ে মাযহাবী সিদ্ধান্ত মানব না হাদীস অনুসরণ করব? অবশ্যই মাযহাবী সিদ্ধান্ত পরিহার করে আল্লাহ্র ﷺ এর অনুসরণ-অনুকরণ করতে হবে।

তাই আসুন! আজই আমরা সালাত আদায় করি রাসূল ﷺ এর শিখানো পদ্ধতিতে। কেননা অন্য পদ্ধতিতে আদায় করা সালাত বিশুদ্ধ হবে না এবং হবে না গ্রহণযোগ্য মহান আল্লাহ্র দরবারে।

চার. মাযহাবী সিদ্ধান্ত

তাক্বীরে তাহ্রীমার পর নাভির নীচে বাম হাতের উপর ডান হাত স্থাপন করবে।

(আল-হিদায়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৭৯)

মাযহাবী এ সিদ্ধান্ত সহীহ্ হাদীসের বিপরীত

আল্লাহ্র রাসূল ﷺ তাক্বীরে তাহ্রীমার পর বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে স্বীয় বুকের উপর স্থাপন করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামদের নির্দেশ দিতেন সালাতে বুকের উপর উভয় হাত স্থাপন করতে। যা বিশটি সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। নিম্নে সালাতে হাত রাখার নিয়ম সহ দলীল পেশ করা হলো।

সালাতে তাক্বীরে তাহ্রীমার পর দু'হাত কোথায় স্থাপন করতে হবে

মুসাল্লী (নামাযী) সালাতে তাক্বীরে তাহ্রীমার পর দু'হাত বুকে স্থাপন করবেন। দু'হাত বুকে স্থাপন করার পদ্ধতি দুটি:-

প্রথম নিয়ম :

ডান হাতের কব্জি বাম হাতের কব্জির জোড়ের উপর রেখে বুকে স্থাপন করা।

দ্বিতীয় নিয়ম :

ডান হাত বাম হাতের পিঠ, কব্জি ও বাহুর উপর থাকবে। অর্থাৎ সমস্ত ডান হাত বাম হাতের উপর থাকবে।

হাদীসঃ ১

সাহ্‌ল ইবনু সা'দ (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন "লোকদের নির্দেশ দেয়া হত তারা যেন সালাতে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখে।"

(সহীহুল বুখারী, পর্ব-১০, অধ্যায়-৮৭, হাদীস নং ৭৪০)

হাদীসঃ ২

হুল্‌ব আত ত্বাঈ (রা:) বলেন "আমি আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ কে বাম হাতের জোড়ের উপরে ডান হাতের জোড় বুকের উপর রাখতে দেখেছি।"

(আহমদ হা: নং-২২৬১০ হাদীস হাসান। আহকামুল জানয়িজ- আল্লামা আলবানী, মাসআলা নং ৭৬,৭৭)।

হাদীসঃ ৩

ওয়াইল বিন হুজ্‌র (রা:) বলেন: "আমি আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ এর সাথে সালাত আদায় করেছি- এমতাবস্থায় দেখলাম যে, তিনি তাঁর বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে স্বীয় বুকের উপর স্থাপন করলেন।

(সহীহ্ ইবনু খুযাইমাহ্ - হা/৪৭৯। সহীহ্ আবূ দাউদ, হা/৭৫৫ ও ৭৫৯, হাদীস সহীহ্)

হাদীসঃ ৪

ওয়াইল বিন হুজ্‌র (রা:) বলেন: নাবী ﷺ সালাতে তার ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন। (সহীহ্ মুসলিম, পর্ব-৪, অধ্যায়-১৫, হাদীস নং-৭৭৯)

সালাতে ডান হাত বাম হাতের উপর স্থাপন করা, বুকের উপর স্থাপন করা এবং সমস্ত ডান হাত বাম হাতের উপর স্থাপন করার বিষয়ে সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে-সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, সহীহ্ আবূ দাউদ, তিরমিযী, সহীহ্ নাসাঈ, সহীহ্ ইবনু মাযাহ্, সহীহ্ ইবনু খুযাইমাহ্, মুসনাদে আহমদ, মুওয়াত্তা মালিক, মুওয়াত্তা মুহাম্মাদ ও মিশকাতে **১৮জন সাহাবী ও ২ জন তাবিঈ থেকে মোট ২০টি সহীহ্ হাদীস**। সবগুলো হাদীস একত্রিত করলে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ সারাজীবন সালাতে বুকের উপর উভয় হাত স্থাপন করেছেন। পক্ষান্তরে **নাভীর নীচে হাত বাঁধার মোট ৪টি হাদীস বর্ণিত** হয়েছে যার সবগুলোই যঈফ যা দলীলযোগ্যও নয় এবং আমলযোগ্যও নয়।

ঐ হাদীসগুলো সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনদের মন্তব্য–

لَا يَصْلُحُ وَاحِدٌ مِنْهَا لِلِاسْتِدْلَالِ.

"হাদীসগুলো যঈফ হওয়ার কারণে একটি ও দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।"

(মির'আতুল মাফাতীহ্ ৩/৬২-৬৩। তুহ্‌ফাতুল আহ্‌ওয়াযী ২/৮৯)

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেনঃ **'বুকের উপর হাত রাখাটাই সহীহ্ হাদীস দ্বারা সাব্যস্থ। এ ছাড়া অন্য কোথাও হাত রাখার হাদীস হয় দুর্বল নতুবা ভিত্তিহীন।'**

আল্লামা হায়াত সিন্ধী হানাফী (রহঃ) বলেন, নাভীর নীচে হাত বাঁধার হাদীস ভুল। মুসান্নাফ ইবনু আবি শায়বায়- تَحْتَ السُّرَّةِ. - নাভীর নীচে" এই শব্দের উল্লেখ নাই।

বিস্তারিত দেখুনঃ ফাতহুল গাফুর ফী তাহ্ক্বীক্বে ওয়াদ্বয়িল ইয়াদাইন আলাস সুদূর- দু'হাত বুকের উপর স্থাপনের তাহ্ক্বীক্ব।

দু'হাত বুকের উপর স্থাপনে জ্ঞাতব্য বিষয়

★ সালাতে পুরুষে নাভীর নীচে এবং মহিলাদের বুকে হাত বাঁধার প্রচলিত প্রথা ভিত্তিহীন। বরং উভয়েই বুকের উপর দু'হাত স্থাপন করবে-ইহাই সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

★ নাভীর নীচে হাঁত বাঁধার ধারণা মাওহুম বা কল্পনা প্রসূত মাত্র যা শারীয়াতে গ্রহণযোগ্য নয়। (আল্লামা হায়াত সিন্ধি হানাফী (রহ.)

★ সালাতে দু'হাত ছেড়ে দেয়া বা নাভীর নীচে বাঁধা কোনটাই সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! সালাতে যদি তাকবীরে তাহ্রীমার পর দু'হাত নাভীর নীচে স্থাপন করা হয়- তা হলে ২০টি সহীহ্ হাদীস আমল থেকে বর্জন করা হলো। আর সহীহ্ হাদীস বর্জন করা হলো একমাত্র মাযহাবী সিদ্ধান্তের কারণে। যার ফলে সালাত আল্লাহ্র রাসূল ﷺ এর শিখানো পদ্ধতিতে আদায় হলো না। আর রাসূল ﷺ এর শিখানো পদ্ধতি অনুসরণ না করার কারণে সালাত বিশুদ্ধ হবে না এবং হবে না গৃহীত আল্লাহ্র দরবারে।

পাঁচ. মাযহাবী সিদ্ধান্ত

"সালাতে আমীন বলতে হবে আস্তে-অনুচ্ছঃস্বরে"

জেহ্‌রী সালাতে ইমাম মুক্তাদী সবাই আমীন বলতে হবে উচ্চঃস্বরে-দীর্ঘ আওয়াজে। ইহাই আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ এর ত্বরীক্বা। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো:

জেহ্‌রী সালাতে আমীন বলতে হবে জোরে দীর্ঘ আওয়াজে

যে সালাতে স্বরবে–উচ্চ:স্বরে ক্বিরায়াত পাঠ করা হয় সে সালাত কে বলা হয় জেহ্‌রী সালাত। আর যে সালাতে আস্তে-নীরবে ক্বিরায়াত পড়া হয় সে সালাতকে বলা হয় সির্‌রী সালাত। জেহ্‌রী সালাতে ইমাম ও মুক্তাদীর উচ্চ:স্বরে দীর্ঘ আওয়াজে امين আমীন বলা আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ এর ত্বরীক্বা। আর সির্‌রী সালাতে আস্তে-নীরবে আমীন বলা সুন্নাত ত্বরীক্বা। যে ব্যক্তি এ নিয়ম অনুসরণ করলো না, অর্থাৎ-জেহ্‌রী সালাতে দীর্ঘ আওয়াজে উচ্চ:স্বরে আমীন বললনা সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ এর শিখানো পদ্ধতির বিপরীত কাজ করলো।

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَرَأَ: غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ.

فَقَالَ: آمِيْن، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ.

অনুবাদ: "ওয়ায়িল বিন হুজ্‌র (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র নাবী ﷺ কে غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ. -সালাতে পড়তে শুনেছি। অত:পর তিনি ﷺ নিজের আওয়াজ দীর্ঘ করে উচ্চ:স্বরে آمِيْن -আ-মীন বলেছেন।"

(তিরমিযী পর্ব-২ আমীন বলা অধ্যায়-৭২, হাদীস নং ২৪৮, হাদীস সহীহ্‌)

عَنْ وَائِلٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَلَمَّا قَالَ: (وَلَا الضَّآلِّيْنَ) قَالَ: آمِيْن، فَسَمِعْنَاهَا مِنْه)

অনুবাদঃ ওয়ায়িল (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি আল্লাহ্‌র নাবী ﷺ এর সাথে সালাত আদায় করেছি যখন তিনি পড়লেন (وَلَا الضَّالِّيْنَ) তখন বললেন آمِيْن আমীন যা আমরা সবাই শুনলাম।

(সহীহ্ ইবনু মাযাহ্ পর্ব - ৫, উচ্চ:স্বরে আমীন বলা অধ্যায়-১৪, হাদীস সহীহ্ । হাদীস নং ৭০৩)

آمِيْن – আমীন বলা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়

✯ জেহ্‌রী সালাতে ইমাম-মুক্তাদীর দীর্ঘ আওয়াজে উচ্চ:স্বরে آمِيْن আ-মীন বলা আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ এর জীবন্ত ও সুপ্রমাণিত সুন্নাত।

✯ যার আমীন আসমানে ফিরিশ্‌তাদের 'আমীন' এর সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বেকার সকল গুনাহ্ মাফ করা হবে।

✯ জেহ্‌রী সালাতে যদি কোন ইমাম 'আমীন' জোরে না বলেন, তবুও মুক্তাদীগণ ইমামের পিছনে **উচ্চ: আওয়াজে** দীর্ঘ স্বরে আমীন বলবেন- সুন্নাত প্রতিষ্ঠার জন্য।

✯ ইয়াহুদীদের নিকট সবচাইতে অপছন্দনীয় আওয়াজ হলো আমীন ও সালামের আওয়াজ। এজন্য আমীনের আওয়াজ শুনে কোন মু'মিনের গোস্বা হওয়া উচিৎ নয়।

✯ **'আমীন' বলার পক্ষে ১৭ টি সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আমীন আস্তে বলার ব্যাপারে শো'বা থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যার সনদ, মতন ও শব্দগত ভুল থাকার কারণে হাদীসটি মুযত্বারিব ও যঈফ যা দলীল যোগ্য ও নয় এবং আমল যোগ্যও নয়।**

✯ সহীহ্ হাদীসে জোরে 'আমীন' বলার ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে তার অন্যতম শব্দগুলো হলো- وَمَدَّبِهَا صَوْتَهُ سَمِعْنَاهَا مِنْهُ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ ইত্যাদি। অর্থাৎ–আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ তাঁর আওয়াজকে এত দীর্ঘ ও উচ্চ করলেন যা আমরা সবাই শুনলাম।

✯ আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) দীর্ঘ আওয়াজে স্বরবে আমীন বলতেন এবং তাঁর সাথে মুক্তাদীদের আমীনের আওয়াজে মাসজিদ গুঞ্জরিত হয়ে উঠত।

✯ মুজাদ্দিদে আলফে সানী আল্লামা আহমদ সারহিন্দী, আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী, আল্লামা আব্দুল হাই লাখনৌভী (রাহিঃ) প্রমুখ জেহ্‌রী সালাতে উচ্চ;স্বরে আমীন বলতেন এবং এ ব্যাপারে বক্তব্য পেশ করতেন।

✯ জেহ্‌রী সালাতে উচ্চ:স্বরে 'আমীন' না বলা সরাসরি আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ ও সাহাবাদের আমলের বিপরীত কাজ। তাই ইমাম ও মুক্তাদীর দীর্ঘ স্বরে উচ্চ: আওয়াজে আমীন বলা উচিৎ।

آمِيْن শব্দের অর্থ- اَللّٰهُمَّ اسْتَجِبْ অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আপনি কবুল করুন। **বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: কিতাবুস্ সালাহ,** সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাযাহ্, মুওয়াত্তা মালিক, ইবনু খুযাইমাহ্, যা-দুল মায়া'দ, মিশকাত, সিফাতু সালাতিন্নাবী ﷺ, সহীহ্ আত্-তারগীব ॥

জেহরী সালাতে জোরে দীর্ঘ আওয়াজে আমীন না বললে ১৭টি সহীহ্ হাদীস আমল থেকে বাদ পড়ে গেল। যার ফলে একটি প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত মুসলিম সমাজ থেকে মিটে যাওয়ার উপক্রম হলো।

আসুন, মৃত সুন্নাতকে জীবিত করার জন্য আমরা সবাই এ বিষয়ে এগিয়ে আসি। ইহা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব।

ছয়. মাযহাবী সিদ্ধান্ত

"মুক্তাদী ইমামের পিছনে কিরাত পাঠ করবে না। বরং মুক্তাদীর কিরাত পাঠ করা মাকরূহ (তাহরীমা)।"

(আল-হিদায়া, ১ম খন্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা)

সালাতে সূরাহ্ আল-ফাতিহা পাঠ করা ফরয। ইহা সালাতের অন্যতম রুকন। ইমাম, মুক্তাদী ও মুনফারিদ সকলের জন্য সালাতে সূরাহ্ আল-ফাতিহা পাঠ করা ফরয।

ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরাহ্ আল-ফাতিহা পাঠ করা ফরয অসংখ্য সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

ইমাম বুখারী (রহ.) এ ব্যাপারে জগৎ বিখ্যাত একটি স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন যার নাম "জুয্উল ক্বিরআত" বাংলা নাম "ইমামের পিছনে পাঠনীয় সর্বোত্তম ক্বিরাআত" এ কিতাবে ইমাম বুখারী (র.) ৩০০ দলীল পেশ করে প্রমাণ করেছেন ইমামের পিছনে মুক্তাদীকে অবশ্যই সূরাহ্ আল-ফাতিহা পাঠ করতে হবে।

এখানে একটু বিস্তারিত আলোচনা পেশ করছি-

ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরাহ্ আল-ফাতিহা পাঠ করা ফরয

সালাত জেহ্‌রী হোক বা সির্‌রী হোক অর্থাৎ--সালাত স্বরব বিশিষ্ট হোক বা নীরব বিশিষ্ট উভয় সালাতেই মুক্তাদী অবশ্যই সূরাহ্ আল-ফাতিহা পাঠ করতে হবে। ইমামের পিছনে যদি মুক্তাদী সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ না করে--তাহলে তার সালাত শুদ্ধ হবে না। কেননা সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করা সকল মুসাল্লীর জন্য ফরয মুসাল্লী ইমাম হোক বা মুক্তাদী হোক বা মুন্‌ফারিদ। মুসাল্লী মুক্বীম হোক বা মুসাফির।

ইমাম বুখারী (রাহঃ) বলেনঃ

وُجُوْبُ الْقِرَائَةِ لِلإِمَامِ وَالْمَأْمُوْمِ فِى الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا يُجْهَرُ فِيْهَا وَمَا يُخَافَتُ

"সব সালাতেই ইমাম ও মুক্তাদীর ক্বিরায়াত পড়া ফরয। মুক্বীম অবস্থায় হোক বা মুসাফীর অবস্থায়, সশব্দে ক্বিরায়াতের সালাত হোক বা নিঃশব্দে, সব সালাতেই ইমাম ও মুক্তাদীর ক্বিরায়াত (সূরাহ্ ফাতিহা) পড়া অবশ্য কর্তব্য।"

(সহীহুল বুখারী, কিতাবুল আযান -১০ অধ্যায়-৯৫)

উচ্চঃস্বর বিশিষ্ট সালাতে মুক্তাদী কেবলমাত্র সূরাহ্ আল-ফাতিহা পাঠ করবে। আর অন্যসব সালাতে সূরাহ্ ফাতিহা ও অন্য সূরাহ্ পাঠ করবে। উচ্চঃস্বর বিশিষ্ট সালাতে অর্থাৎ ফজরের দুই রাক্‌য়াত, মাগরিবের প্রথম দুই রাক্‌য়াত, ইশার প্রথম দুই রাক্‌য়াত, জুমু'আর দুই রাক্‌য়াত ও ঈদের দুই রাক্‌য়াতে মুক্তাদী কেবলমাত্র সূরাহ্ আল-ফাতিহা পাঠ করবে। আর যে সব সালাতে ইমাম নীরবে ক্বিরায়াত পড়বেন সে সব সালাতে মুক্তাদী অবশ্যই সূরাহ্ আল-ফাতিহা পাঠ করবে এবং কুরআন থেকে যা তার জন্য সহজ অন্য সূরাহ্ বা আয়াত পাঠ করবে। অর্থাৎ--জোহরের চার রাক্‌য়াত, আছরের চার রাক্‌য়াত, মাগরিবের তৃতীয় রাক্‌য়াত, ইশার তৃতীয় ও চুতর্থ রাক্‌য়াত, জানাযার সালাত। উল্লেখ্য যে, জোহর ও আছরের প্রথম দুই রাক্‌য়াতে সূরাহ্ ফাতিহার সাথে অন্য সূরাহ্ পড়বে এবং শেষ দুই রাক্‌য়াতে শুধু সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করবে। তেমনি

তাবে মাগরিবের শেষ রাক্য়াত ও ইশার শেষ দুই রাক্য়াতে শুধু সূরাহ্ আল-**ফাতিহা** পড়বে। জানাযার সালাতে ও সূরাহ্ আল-ফাতিহা পাঠ করা প্রত্যেকের **জন্য ফরয** আর অন্য সূরাহ্ মিলিয়ে পড়া সুন্নাত।

ইমামের পিছনে সূরাহ্ আল-ফাতিহা পাঠ করা প্রসঙ্গে

✯ জেহ্রী সালাতে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ এর নির্দেশঃ-

لَاتَفْعَلُوْا اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَاِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْبِهَا

"তোমরা ইমামের পিছনে সূরাহ্ ফাতিহা ব্যতীত কিছুই পড়বে না (জেহরী সালাতে) কেননা যে ব্যক্তি সূরাহ্ ফাতিহা পড়বে না তার সালাত শুদ্ধ হবে না।"
(আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত-হাদীস নং ৮৫৪, হাদীস হাসান,নাইলুল আওত্বার, ১ম খন্ড, হা/৭০৬)

✯ আবূ সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ-

اُمِرْنَا اَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَمَاتَيَسَّرَ

"আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল আমরা যেন সূরাহ্ ফাতিহা পড়ি এবং যা সহজ তাও যেন পড়ি।" (সির্রী সালাতে) *(সহীহ্ আবূ দাউদ, হাদীস নং ৮১৮, হাদীস সহীহ্)*

✯ আবূ হুরাইরাহ্ (রা:) বলেনঃ আল্লাহ্র রাসূল ﷺ আমাকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, আমি যেন ঘোষণা করে দেই যে,

اِنَّهُ لَا صَلَاةَ اِلَّا بِقِرَائَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَمَازَادَ

"নিশ্চয়ই সালাত শুদ্ধ নয় সূরাহ্ ফাতিহা ব্যতীত। অত:পর অতিরিক্ত কিছু"।
(সহীহ্ আবূ দাউদ, হাদীস নং ৮২০, হাদীস সহীহ্)

* আল্লাহ্র রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَايَقْرَأَنَّ اَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ اِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَائَةِ اِلَّا بِاُمِّ الْقُرْآنِ.

"আমি যখন উচ্চ:স্বরে ক্বিরায়াত পড়ি, তখন তোমাদের কেউ যেন সূরাহ্ ফাতিহা ব্যতীত আর কিছুই না পড়ে।"
(দ্বারা কুত্বনী-এ হাদীসের সকল বর্ণনাকারী ثقات বা বিশ্বস্থ। নাইলুল আওত্বার হাদীস নং ৭০৭)

ইমাম আশ-শাওকানী ৭০৬ ও ৭০৭ নং হাদীস বর্ণনা করার পর বলেন: যারা এসকল হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করে বলেন, ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করা অবশ্য করণীয়-তারাই হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(নাইলুল আওত্বার, ১ম খন্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা)

☆ আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ মুক্তাদীদের উদ্দেশ্যে বললেন:

أَتَقْرَئُوْنَ فِىْ صَلاَتِكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟ فَلاَ تَفْعَلُوْا وَلْيَقْرَأْ اَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِىْ نَفْسِهِ.

"তোমরা কি ইমামের ক্বিরায়াত পাঠ করা অবস্থায় ইমামের পিছনে ক্বিরায়াত পাঠ করে থাক? তোমরা এটা করবে না। তবে তোমরা অবশ্যই চুপে চুপে সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করবে।"

(বুখারী জুয্উল ক্বিরায়াহ্, ত্বাবরানী, বায়হাক্বী, সহীহ্ ইবনু হিব্বান হা: ১৮৪৪, হাদীস সহীহ্)

☆ আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

"যে ব্যক্তি সালাতে সূরাহ্ আল ফাতিহা পাঠ করলো না তার সালাতই হলো না।" *(সহীহুল বুখারী, হাদীস নং-৭৫৬)*

অর্থাৎ: সালাত ফরয হোক বা নফল, জানাযা হোক বা ঈদ। মুসাল্লী ইমাম হোক বা মুক্তাদী বা মুন্‌ফারিদ। সালাত স্বরবে হোক বা নীরবে। মুক্বীম অবস্থায় হোক বা সফরে। সর্বাবস্থায় প্রতি রাক্‌য়াতে প্রত্যেকের জন্য সূরাহ্ ফাতিহা পড়া ফরয।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: تَقْرَؤُوْنَ خَلْفِىْ؟ قَالُوْا نَعَمْ اِنَّا لَنَهْذَ هٰذَا قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوْا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ.

☆ "আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কি আমার পিছনে পড়ে থাক? তারা বললেন হ্যাঁ, আমরা খুব তাড়াহুড়া করে পাঠ করে থাকি।

অত:পর রাসূল ﷺ বললেন: **তোমরা সূরাহ্ ফাতিহা ব্যতীত কিছুই পড়বে না।"**
(বুখারী, জুযউল ক্বিরায়াহ-৬৬, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাযাহ্। মুওয়াত্তা মুহাম্মাদ, মুওয়াত্তা মালিক, সহীহ্ ইবনু খুযাইমাহ্, মিশকাত)

☆ আলী বিন আবূ তালিব ﷺ হতে বর্ণিত। ইমাম যেসব সালাতে আস্তে-ক্বিরায়াত পড়েন, তখন তুমি জোহর, ও আসরের প্রথম দু'রাক্‌য়াতে সূরাহ্ ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরাহ্ পাঠ করবে। আর জোহর ও আসরের শেষ দু'রাক্‌য়াতে সূরাহ্ ফাতিহা পড়বে। মাগরিবের শেষ রাক্‌য়াত এবং ইশার শেষ দু'রাক্‌য়াতে সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করবে।" *(বুখারী-জুযউল ক্বিরায়াহ্- হা/১)*

☆ আল্লাহর নাবী ﷺ ইরশাদ করেন-

مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلاَثًا غَيْرُ تَمَامٍ.

"যে ব্যক্তি এমন সালাত আদায় করলো-যাতে সে সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করলো না। তার সে সালাত বিকলাঙ্গ, অপূর্ণাঙ্গ, অকেজ তার সালাত অসম্পূর্ণই রইল।"
(সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং ৩৯৫)

☆ আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ

"যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সূরাহ্ আল-ফাতিহা পাঠ করলো না তার সালাতই হলো না।" *(বায়হাক্বী-কিতাবুল ক্বিরায়াত-পৃ: ৫৬)*

ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরাহ্ আল-ফাতিহা পাঠ করা ফরয- এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন-*ইমাম বুখারী (রহ:) এর লিখিত কিতাব জুযউল কিরাআত-হাদীস নং ১১, ২১, ২৫, ২৭, ৩০, ৪৮, ৫১, ৫৪, ৬০, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৭৩, ৮৫, ২৪৫, ২৫৫, ২৫৭, ২৫৮ ও ৩০০।*

উল্লেখ্য যে, কিতাব খানা বাংলা ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। উক্ত কিতাবে ইমাম বুখারী ৩০০ হাদীস, আছারে সাহাবা ও ফাতাওয়ায়ে তাবেঈন একত্রিত করে প্রমাণ করেছেন যে, ইমামের পিছনে মুক্তাদীকে অবশ্যই সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করতে হবে। وَاللّٰهُ أَعْلَى وَأَعْلَم

সাত. মাযহাবী সিদ্ধান্ত

"জানাযার সালাত এই যে, প্রথমে এক তাকবীর বলবে। অতঃপর 'সানা' পড়বে। অতঃপর দরূদ পড়বে।" (আল-হিদায়া, প্রথম খন্ড, ১৭৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ জানাযার সালাতে প্রথম তাক্‌বীরের পর সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করেছেন। জানাযার সালাতের ফরয সমূহের মধ্যে অন্যতম ফরয হচ্ছে- সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করা। তাই সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ-না করলে সালাত শুদ্ধ হবে না।

জানাযার ছালাতে (নামাযে) সূরাহ্ আল-ফাতিহা পাঠ করা ফরয

জানাযার নামাযের রুকন সমূহের মধ্যে অন্যতম রুকন বা ফরয হলো সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করা। আর সূরাহ্ ফাতিহা পড়তে হবে প্রথম তাকবীরের পর। জানাযার নামাযে সূরাহ্ ফাতিহা না পড়লে নামায সহীহ্ হবে না বরং নামায বাতিল বলে গণ্য হবে।

দলীল নং-০১

উবাদাহ্ ইবনু ছামিত (রা:) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি নামাযে সূরা আল-ফাতিহা পড়লো না তার নামায হলো না।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব-১০, আযান অধ্যায়-৯৫: সব নামাযেই ইমাম ও মুক্তাদীর ক্বিরায়াত পড়া জরুরী---, ১মখন্ড, ৩৭পৃষ্ঠা: হাঃ নং-৩৯৬, হাদীস সহীহ্ এবং হাদীসটি সিহাহ্ সিত্তার সব কিতাবে বর্ণিত হয়েছে)।

উল্লেখ্য যে, এ হাদীসটি عام সকল নামায ও নামাযীর জন্য নামাযে সর্বাবস্তায় সূরাহ্ ফাতিহা পড়া ফরয।

দলীল নং-০২

ত্বালহা বিন আব্দুল্লাহ্ বিন আউফ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা:) এর পিছনে জানাযার নামায পড়েছি। তিনি তাতে সূরাহ্ আল-ফাতিহা পড়ে বললেন: যেন তোমরা জেনে রাখো ইহাই নাবীর ত্বরীক্বা। (সহীহ্ বুখারী, পর্ব-২৩, কিতাবুল জানাইয, অধ্যায়-৬৫: জানাযার নামাযে সূরাহ্ ফাতিহা পড়া প্রসঙ্গ। হাদীস সহীহ্, ১ম খন্ড: হাঃ নং-৬৪০)

দলীল নং-০৩

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত। "নাবী কারীম ﷺ জানাযার নামাযে সূরাহ্ আল-ফাতিহা পাঠ করেছেন।"

(তিরমিযী, পর্ব-৮, কিতাবুল জানাইয, অধ্যায়-৩৯: জানাযার নামাযে সূরাহ্ ফাতিহা পড়া প্রসঙ্গ, ২৪৩ পৃষ্ঠাঃ. হাদীস সহীহ্ : হাঃ নং-১০২৬)।

দলীল নং-০৪

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত। "রাসূল ﷺ জানাযার নামাযে সূরাহ্ ফাতিহা পড়েছেন।"

(সহীহ্ ইবনু মাযাহ্, পর্ব-৬, কিতাবুল জানাইয, অধ্যায়-২২, জানাযার নামাযে ক্বিরায়াত পড়া প্রসঙ্গ। ২য় খন্ড পৃষ্ঠা: ১৭, হাদীস নং-১৫১৭। হাদীস সহীহ্)।

দলীল নং-০৫

ত্বালহা বিন আব্দুল্লাহ্ বিন আউফ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা:) এর পিছনে জানাযার নামায পড়েছি, তিনি তাতে সুরাহ্ ফাতিহা এবং আরো একটি সূরাহ্ জোরে পড়লেন এবং আমাদের শুনালেন- নামায শেষে আমি তাঁর হাত ধরে এ বিষয় জানতে চাইলাম, তখন তিনি বললেন: ইহাই নবীর ত্বরীকা আর ইহাই হক্ব।

(সহীহ্ নাসাঈ, পর্ব-২১: কিতাবুল জানাইয, ২য় খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠাঃ, হাদীস সহীহ্, হাঃ নং-১৯৮৬)।

জানাযার সালাতের সহীহ্ পদ্ধতি বিস্তারিত ভাবে জানার জন্য দেখুন: **কিতাবুল জানাইয-**

১। সহীহ্ আল-বুখারী, বিশেষ করে হাঃ নং-১৩২২, ১৩৩৫।
২। সহীহ্ মুসলিম, বিশেষ করে হাঃ নং-৯৬৩, ৯৬৪।
৩। তিরমিযী, বিশেষ করে হাঃ নং-১০২৬।
৪। আবু দাউদ, বিশেষ করে হাঃ নং-৩১৯৮।
৫। ইবনু মাযাহ্, বিশেষ করে হাঃ নং-১২২৪, ১৫১৭।
৬। নাসাঈ, বিশেষ করে হাঃ নং-১৯৮৬, ১৯৮৭, ১৯৮৮।
৭। দ্বারে ক্বুতনী, হাঃ নং- ২/২৮৫।
৮। বায়হাক্বী- ৪/৪৪, ৩৯,৩৮ পৃঃ।
৯। হাকিম, হাঃ নং- ১/৩৬০, ৩৫৯।
১০। ফিক্বহুছ ছুন্নাহ্-১ম খন্ড, জানাযা অধ্যায়, ৫২২ পৃঃ।
১১। মানারুছ ছাবিল ফি শারহিদ্দালীল ১ম খন্ড, ২৩৯ পৃঃ।
১২। ছালাতুল মু'মিন, ৩য় খন্ড ১০২২-১৪৪৪ পৃঃ।
১৩। বিদায়াতুল মুতাফ'ক্বিহ্-৪২ পৃঃ।
১৪। আল-মুলাখ্খাছুল ফিক্বহী ১ম খন্ড, ২১১ পৃঃ।
১৫। ফাতাওয়া ফি আহ্কামিল জানাইয-শাইখ উছাইমীন- ১১৯ পৃঃ, ফাত্ওয়া নং-৯৯. ১০০, ১০১।

১৬। আল-ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ২য়খন্ড, ১৫১৯ পৃঃ।
১৭। আহ্কামুল জানাইয, শাইখ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী।
১৮। নাইলুল আওতার, ২য়খন্ড, হাঃ নং-১৪২৮, ১৪২৯, ১৪৩০।
১৯। মাজমু' ফাতাওয়া, শাইখ সালেহ্ ফাউযান, ১মখন্ড, ৩৬৫ পৃঃ।
২০। আল-ওয়াছিত্ব ফিল মাযহাব, ২য়খন্ড, ৯৭১ পৃঃ।
২১। ছুবুলুছ ছালাম, ২য়খন্ড, ১৪৫ পৃঃ।
২২। **ফাতাওয়া আল-লাজনাতুদ দা-য়িমা। সাউদী আরব, ৮ম খন্ড,** ৩৮২ পৃঃ ফাঃ নং-৪৬০০ ও ৪০০৯। ৪২০ পৃঃ, ফাতওয়া নং-৬৭৪৪।

আট. মায্হাবী সিদ্ধান্ত

"ঈদের সালাতে প্রথম রাকয়াতে তিন তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকয়াতে তিন তাক্বীর বলবেন"। (আল-হিদায়া, প্রথম খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা)

এ সিদ্ধান্ত সুন্নাত বিরোধী। কেননা আল্লাহ্র রাসূল (সা.) সারাজীবন ঈদের সালাত আদায় করেছেন ১২ তাকবীরে। যা ১৫২টি হাদীস দ্বারা সুপ্রমাণিত।

আল্লাহ্র রাসূল ﷺ সারা জীবন ১২ তাকবীরে ঈদের সালাত আদায় করেছেন প্রমাণ স্বরূপ দেখুন:-

হাদীস-এক

আয়িশাহ (র.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্র রাসূল ﷺ ঈদুল ফিত্র ও ঈদুল আয্হার সালাতে প্রথম রাকয়াতে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক্য়াতে পাঁচ তাকবীর দিতেন। (সহীহ্ আবু দাউদ-১ম খন্ড, কিতাবুস্ সালাহ্-২, অনুচ্ছেদ-২৫১, হাদীস সহীহ্, হাদীস নং ১১৪৯)

হাদীস-দুই

আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আ'স (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র নাবী ﷺ বলেছেন: ঈদুল ফিত্রের সালাতে তাক্বীর হচ্ছে প্রথম রাক্য়াতে সাত তাক্বীর এবং দ্বিতীয় রাক্য়াতে পাঁচ তাক্বীর। উভয় রাকয়াতেই ক্বিরায়াত পড়তে হবে তাকবীরের পরে।"

(সহীহ্ আবু দাউদ, ১ম খন্ড, কিতাবুল সালাহ্-২, অনুচ্ছেদ-২৫১, হাদীস হাসান, হাদীস নং ১১৫১)

হাদীস-তিন

কাছীর বিন আব্দুল্লাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা হতে এবং তাঁর পিতা তাঁর

দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নবী ﷺ দুই ঈদের সালাতে প্রথম রাক্‌য়াতে ক্বিরায়াতের পূর্বে সাত তাক্‌বীর এবং দ্বিতীয় রাক্‌য়াতে ক্বিরায়াতের পূর্বে পাঁচ তাক্‌বীর দিতেন।

ইমাম তিরমিযী বলেনঃ এ হাদীস নাবী কারীম ﷺ থেকে এ অনুচ্ছেদে অতি উত্তম বর্ণনা.....তিনি আরো বলেনঃ ইহা মদীনা বাসীদের কথা এবং ইহা ইমাম মালিক, ইমাম শাফিই' ইমাম আহমদ ও ইমাম ইসহাক্বের ও কথা।
(তিরমিযী-আবওয়াবুল ঈদাইন, অনুচ্ছেদ-৩৪, হাদীস সহীহ্, হাদীস নং ৫৩৬, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

হাদীস-চার

সা'দ (র.) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মুয়ায্‌যিন হতে বর্ণিত, "আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ দুই ঈদের সালাতে প্রথম রাক্‌য়াতে ক্বিরামাতের পূর্বে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক্‌য়াতে কিরায়াতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন।
(সহীহ্ ইবনু মাযাহ্, ১ম খন্ডঃ, ইক্বামাতুস্ সালাহ্ পর্ব-৫ অনুচ্ছেদ-১৫৬, হাদীস সহীহ্, হাদীস নং ১২৯৩/১০৬২)

হাদীস-পাঁচ

ইমাম মালিক বর্ণনা করেন,নাফী' হতে। তিনি বলেন, আমি ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের সালাতে আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি প্রথম রাকয়াতে ক্বিরায়াতের পূর্বে সাত তাকবীর এবং শেষ রাকয়াতে ক্বিরায়াতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিলেন।
এই হাদীস বর্ণনা করার পর ইমাম মালিক বলেনঃ ইহাই আমাদের নিকট গ্রহণীয়। (মুওয়াত্তা মালিক, কিতাবুল ঈদাইন-১০, অনুচ্ছেদ-৪, হাদীস নং ৯, ১৪৮ পৃষ্ঠা)

ঈদের সালাতে ১২ তাক্‌বীর.....কিতাবের নাম ও হাদীসের সংখ্যা

*** আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ সারা জীবন ঈদের সালাত ১২ তাক্‌বীরে আদায় করেছেন। প্রথম রাক্‌য়াতে ক্বিরায়াতের পূর্বে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকয়াতে ক্বিরায়াতের পূর্বে পাঁচ তাক্‌বীর দিতেন। খোলাফায়ে রাশিদীন সহ সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) দের বর্ণনা ও আমল ছিল ১২ তাক্‌বীরের উপর। এই মর্মে ২৭ খানা হাদীসের কিতাবে ১৫২ টি সহীহ্ হাদীস ও আছার বর্ণিত হয়েছে। যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে পেশ করা হলোঃ-**

কিতাবের নাম হাদীসের সংখ্যা

১। সহীহ্ আবু দাউদ	৪ টি	১৫। শারহু মা'আনিল আছার-তাহাবী	১৩ টি
২। তিরমিযী	৫ টি	১৬। মুদাওয়ানাতুল কুব্‌রা	৪ টি
৩। সহীহ্ ইবনু মাযাহ	৪ টি	১৭। মুসান্নাফে আব্দুর রায্‌যাক্ব	১০ টি
৪। মুওয়াত্তা মালিক	১ টি	১৮। সুনানে কুব্‌রা বাইহাক্বী	১৬ টি
৫। মুওয়াত্তা মুহাম্মাদ	১ টি	১৯। মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা	১৩ টি
৬। সহীহ্ ইবনু খুযাইমাহ্	২ টি	২০। ইলালুর ওয়ারিদা-ইমাম দ্বারাকুতনী	৩ টি
৭। সুনানে দ্বারে কুৎনী	১১ টি	২১। মুসনাদে আহমদ	৪ টি
৮। মুসতাদরাক হাকিম	৭ টি	২২। সুনানুস্ সাগীর	৫ টি
৯। শারহুস্ সুন্নাহ	২ টি	২৩। ত্বিবরানী	৫ টি
১০। মাসাঈলুল খিলাফ ফিল-ফিক্বহি	৪ টি	২৪। মুসনাদে বায্‌যার	২ টি
১১। মুসনাদ ইমাম শাফিঈ'	৪ টি	২৫। দারিমী	১ টি
১২। তায্‌য়ীনুল মামালিক	৪ টি	২৬। মা'রিফাতুস্ সুনান	১৩ টি
১৩। কিতাবুল উম্ম	৭ টি	২৭। ফিকাহুস সুনান ওয়াল আসার	১ টি
১৪। আওসাতে হাদীস	৬ টি		

আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ সারা জীবন **ঈদের সালাত আদায় করেছেন ১২** তাকবীরে। যা সু-স্বাব্যস্ত ও প্রমাণিত। **ইহার বিপরীত করা** যাবে না এমনকি বাড়ানোও যাবে না, কমানোও যাবে না। প্রচলিত **৬ তাকবীরে** আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ কখনো ঈদের সালাত পড়েননি। তা কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিতও নয়। তাই আমাদের উচিৎ প্রচলিত আমল পরিবর্তন করে **আল্লাহ্‌র রাসূল** ﷺ এর শিখানো পদ্ধতির সাথে ঐক্যমত পোষণ করে **১২ তাক্‌বীরে ঈদের** সালাত আদায় করা। এতেই রয়েছে মুক্তি ও সার্বিক কল্যাণ। রাসূল ﷺ এর অনুসরণ-অনুকরণেই রয়েছে সার্বিক শান্তি, মুক্তি, নাযাত ও সফলতা।

মু'মিনদের সামনে যখন আল্লাহ্ ও রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ–নির্দেশিকা আসে তখনই তারা বলে উঠে **"আমরা শুনলাম আর মেনে নিলাম"**। মহান আল্লাহ্ যেন আমাদের সবাইকে এভাবে বলার তাওফীক্ব দান করেন। আমীন ॥

নয়. মায্হাবী সিদ্ধান্ত

"সালাতুল বিত্র তিন রাকয়াত ওয়াজিব"

(আল-হিদায়া, প্রথম খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা)

এ সিদ্ধান্ত সুন্নাতের সাথে সাংঘর্ষিক। সালাতুল বিত্র তিন রাক্য়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে নেয়া সুন্নাত বিরোধী। কেননা আল্লাহ্র রাসূল (সা.) সালাতুল বিত্র এক রাক্য়াত, তিন রাক্য়াত, পাঁচ রাকয়াত, সাত রাক্য়াত ও নয় রাক্য়াত পড়েছেন। যা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাই বিত্রের সালাত রাসূল (সা.) এর শিখানো পদ্ধতিতেই আদায় করতে হবে। তিন রাক্য়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যাবে না।

বিস্তারিত দেখুন

সহীহুল বুখারী, প্রকাশনায়-তাওহীদ পাবঃ হাদীস নং ৯৯০, ৯৯৩, ৯৯৫, ৯৯৬, ৯৯৭, ৯৯৮, ৯৯৯, ১০০১)

সহীহ্ মুসলিম প্রকাশনায়-আহলে হাদীস লাইব্রেরী, হাদীস নং ১৬৫৩, ১৬৫৪, ১৬৪৭, ১৬৫৫, ১৬৪৮, ১৬৪৯, ১৬৫০, ১৬৫২, ১৬৫৫, ১৬৫৬, ১৬৫৭, ১৬৫৮, ১৬৫৯, ১৬৬০, ১৬৬১।

তিরমিযী আরবী মূলগ্রন্থ, হাদীস নং-৪৩৫, ৪৪৫, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৯, ৪৬১, ৪৬২, ৪৬৪, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৭০১। সহীহ্ আবূ দাউদ, আরবী মূল গ্রন্থ, প্রথম খন্ড, হাদীস নংঃ ১৪১৬, ১৪২১, ১৪২২, ১৪২৩, ১৪২৪, ১৪২৫, ১৪৩০, ১৪৩১, ১৪৩২, ১৪৩৫, ১৪৩৮। সহীহ্ ইবনু মাযাহ্, আরবী মূলগ্রন্থ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৯৬৬, ৯৬৭, ৯৬৮, ৯৬৯, ৯৭০, ৯৭১, ৯৭২, ৯৭৩, ৯৭৫, ৯৭৬, ৯৭৮, ৯৮০, ৯৮১, ৯৮৪, ৯৮৬, ৯৮৮, ৯৯০।

সহীহ্ নাসাঈ, আরবী মূল গ্রন্থ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং- ১৬৭৪, ১৬৭৫, ১৬৭৬, ১৬৭৭, ১৬৭৮, ১৬৮০, ১৬৮১, ১৬৮২, ১৬৮৮, ১৬৮৯, ১৬৯০, ১৬৯১, ১৬৯২, ১৬৯৩, ১৬৯৪, ১৬৯৫, ১৬৯৬, ১৬৯৮, ১৬৯৯, ১৭০০, ১৭০১, ১৭০২, ১৭০৩, ১৭০৪, ১৭০৫, ১৭০৬, ১৭০৭, ১৭০৮, ১৭০৯, ১৭১০ থেকে ১৭৫৫ পর্যন্ত ।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! সালাতুল বিত্র এক রাক্য়াত, তিন রাক্য়াত, পাঁচ রাক্য়াত, সাত রাক্য়াত ও নয় রাক্য়াত এবং এ সালাত কখন ও কিভাবে পড়তে হবে এর বর্ণনা সম্মলিত উপরে ১৩৭টি সহীহ্ হাদীসের তালিকা পেশ

করা হয়েছে। যদি সালাতুল বিত্‌র তিন রাকয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয় তাহলে উপরোল্লেখিত শতাধিক সহীহ্ হাদীস বর্জন করতে হয়। এমতাবস্থায় মায্‌হাবী সিদ্ধান্ত অটুট রাখা খুবই কঠিন।

মনে রাখা উচিত-আমরা, সুন্নাহ্ মানব না মায্‌হাব? সুন্নাহ্ প্রতিষ্ঠিত থাকবে, না মায্‌হাব? আমাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

দশ. মায্‌হাবী সিদ্ধান্ত

"মাগরিবের ফরযের পূর্বে কোন সুন্নাত সালাত নেই"।

(আল-হিদায়া, ১ম খন্ড, ১২০ পৃষ্ঠা)

উক্ত সিদ্ধান্ত সহীহ্ সুন্নাহ্ বিরোধী। সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, মাগরিবের আযানের পর ফরযের পূর্বে দু'রাক্‌য়াত সুন্নাতে গায়র মুয়াক্কাদাহ্ সালাত আছে।

হাদীস: "আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্‌ফাল (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নাবী করীম ﷺ দু'বার বললেন: তোমরা মাগরিবের পূর্বে (দু'রাকায়াত) সালাত পড়। অতঃপর তৃতীয়বার বললেন: যার ইচ্ছা সে পড়বে।"
(সহীহুল বুখারী-হাদীস নং ১১৮৩, ৭৩৬৮) আবূ দাউদ-১২৮২, আহমদ-২০০২৯)

হাদীস ঃ আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন: প্রত্যেক দুই আযানের। (আযান ও ইকামতের) মাঝখানে সালাত আছে। প্রত্যেক দুই আযানের মাঝখানে সালাত আছে। তৃতীয় বারে বললেন: যে চায় তার জন্য।"
(সহীহুল বুখারী- ৬২৪, ৬২৭, সহীহ্ মুসলিম-৮৩৮, তিরমিযী-১৮৫, নাসাঈ-৬৮১, আবূ দাউদ-১২৮৩, ইবনু মাযাহ্- ১১৬২, রি: সা: ১১০৬)

হাদীস ঃ "আনাস (রা.) বলেন, আমরা রাসূল (সা.) এর যুগে সূর্যাস্তের পর মাগরিবের পূর্বে দু'রাক্‌য়াত সালাত পড়তাম।" (সহীহ্ মুসলিম-৮৩৬)

মাগরিবের পূর্বে দু'রাক্‌য়াত সালাত সহীহ্ হাদীস দ্বারা সুপ্রমাণিত। আরো বিস্তারিত দেখুন:

সহীহুল বুখারী-হাদীস নং ৫০৩, ৬২৫, ৪৩৭০। সহীহ্ মুসলিম-হাদীস নং ৮৩৬, ৮৩৭। নাসাঈ, হাদীস নং ৬৮২। আবূ দাউদ- হাদীস নং ১২৮২, ১২৮। ইবনু মাযাহ্- হাদীস নং ১১৬৩। আহমদ-হাদীস নং ১১৯০, ১২৬৬৫, ১৩৫৭, ১৩৯৬, ১২৬৪৫। রি: সা-হাদীস নং ১১২৯, ১১৩০, ১১৩১, ১১৩২।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! মাগরিবের আযানের পর ফরযের পূর্বে দু'রাক্য়াত সালাত ২৯টি সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এরপর ও কি বলা উচিৎ হবে যে, মাগরিবের পূর্বে কোন সালাত নেই। এ ধরণের সিদ্ধান্ত কি আল্লাহ্র রাসূল ﷺ এর দেয়া সিদ্ধান্তের সাথে সাংঘর্ষিক নয়?
তাই আসুন! আজই মৃত সুন্নাতকে জীবিত করি মাগরিবের পূর্বে সালাত পড়ি।

মায্হাব ও ত্বরীক্বাভিত্তিক আক্বীদাহ্-বিশ্বাস ও আমল

আমাদের সমাজে অসংখ্য ধারণা, বিশ্বাস, আক্বীদাহ্, বক্তব্য, সিদ্ধান্ত, আমল ও ইবাদাত-বন্দেগী প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যা সরাসরি কুরআন ও সহীহ্ হাদীস বিরোধী। যার মূলভীত হচ্ছে-ত্বরীক্বা ও মায্হাব এবং এর যোগান দিয়েছে জাল, যঈফ, মাওযু, ভিত্তিহীন-বানোয়াট হাদীস ও কাল্পনিক-স্বাপ্নিক কিচ্ছা কাহিনী। যার কতিপয় এখানে পেশ করছি।

১. 'আল্লাহ্কে নিরাকার' বিশ্বাস করা।
২. আল্লাহ্ স্বয়ং স্বীয় সত্তায় সব জায়গায় বিরাজমান, আল্লাহ্ মু'মিনের ক্বলবে মনে করা এবং মু'মিনের ক্বলবই হচ্ছে আল্লাহ্র আরশ ধারণা করা।
৩. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নূরের তৈরী, বা আল্লাহ্র নূর থেকে তৈরী এবং তাঁর নূর থেকে সবকিছু তৈরী, বিশ্বাস করা। আরো ধারণা করা যে, তাঁকে সৃষ্টি করা না হলে কিছুই সৃষ্টি করা হতো না।
৪. ওলী-আউলিয়া, পীর-মুর্শিদের গাইবী সাহায্য কামনা করা এবং অদৃশ্য থেকে তারা সাহায্য করতে পারেন বিশ্বাস করা।
৫. আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা, মানত করা, যবেহ কুরবানী করা অথবা অন্যের নিকট সন্তান চাওয়া, বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি চেয়ে আশ্রয় কামনা করা। ক্ববরবাসীর নিকট সাহায্য ও আশ্রয় কামনা করা।
৬. রোগ-শোক ও বিপদ-আপদ থেকে মুক্তির জন্য তাগা, সুতা, ও তাবিজ-কবজ ঝুলানো, তাবিজ-লেখা ও তাবিজের প্রতি উৎসাহিত করা ইত্যাদি।
৭. পীর ধরা ফরয, যার পীর নাই তার পীর শয়তান এবং যার নাই পীর-তার নাই শির (মাথা) ধারণা করা।
৮. পীরের নিকট দীক্ষিত না হইলে কোন ইবাদত কবুল হয় না মনে করা।
৯. চার মাযহাবে চার ফরয এবং চার কুরছি চার ফরয বিশ্বাস করা।
১০. ইসলাম ব্যতীত অন্য আরো কিছু পথ-মত ও ত্বরীক্বা আছে যা অনুসরণ

করতে হবে অথবা ইসলামের সম্পূরক হিসেবে আরো অনেক পথ-মত ও ত্বরীক্বা আছে যা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে বিশ্বাস করা। যেমন-হকিকত, মারিফত, তরিকত, চিশ্‌তিয়া, কাদিরিয়া, নক্বশবন্দিয়া, মুজাদ্দাদিয়া ইত্যাদি।

১১. মুরীদের ভাল-মন্দ উভয়টাই পীরের হাতে মনে করা।

১২. পীর পরকালে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিবেন-ধারণা করা।

১৩. এমন ধারণা পোষণ করা যে, যখন কোন লোক মাকামে ছুদূর, নাশোর, শামসী, নূরী, কুরবে মাকীনের মাকাম অতিক্রম করে নফসীর মাকামে গিয়ে পৌছে তখন তার আর কোন ইবাদত করার প্রয়োজন হয় না। এমনকি তখন ইবাদত করলে কুফ্‌রী হবে।

১৪. ওয়াহ্‌দাতুল উজুদ-আক্বীদায় বিশ্বাস করা। অর্থাৎ সবকিছুই খোদা, সবকিছুতেই খোদা, সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে একাকার জ্ঞান করা ইত্যাদি।

১৫. উম্মতের ভাল-মন্দ উভয়টাই রাসূলে হাতে মনে করা।

১৬. বিপদ-মুছিবতে রাসূল (সা.) এর কাছে আশ্রয় চাওয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করা- বৈধ মনে করা।

১৭. মৃত পীর, মুর্শিদ ও বুযুর্গব্যক্তি কবর থেকে স্বশরীরে উঠে এসে মানুষের মাঝে বিচার-ফয়সালা করতে পারেন, বিপদে-আপদে সাহায্য করতে পারেন-বিশ্বাস করা।

১৮. ওলীরা কাশ্‌ফের হালতে জান্নাত-জাহান্নাম, আরশ-কুরসী, লাওহে মাহফুজসহ সবই দেখতে পারেন বিশ্বাস করা।

১৯. ক্বরবাসীর দো'আ অথবা বদ দো'য়া আমার উপকার বা অপকার করতে পারে মনে করা।

২০. ক্বরবাসীর পক্ষ থেকে তার নূর, বরকত ও ফয়েজ জীবিতদের উপকার করতে পারে বিশ্বাস করা।

কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক আমল-ইবাদাত

২১. উযুর শুরুতে মুখে উচ্চারণ করে নিয়্যত পাঠ করা।

২২. উযুর শুরুতে বানানো দো'য়া পাঠ করা।

২৩. উযুতে প্রতিটি অঙ্গ ধৌত করার সময় পৃথক পৃথক দো'য়া পড়া।

২৪. মাথার আংশিক বা এক চতুর্থাংশ মাসাহ্ করা।

২৫. উযুতে গর্দান মাসাহ্ করা।

২৬. উযুর পর আকাশের দিকে তাকিয়ে দো'য়া পড়া।

২৭. উযুর পরে সূরাহ্ ক্বদর পড়া।

২৮. তায়াম্মুমের সময় মাটিতে দুইবার হাত মারা, একবার মূখ মাসাহ্ করার জন্য এবং একবার দুই হাত মাসাহ্ করার জন্য ও দুই হাত কনুই পর্যন্ত মাসাহ্ করা।

২৯. মাসজিদে প্রবেশ করে কোন সালাত না পড়ে সরাসরি বসে যাওয়া।

৩০. মাসজিদে বিদ্'আতী আমল বা অনুষ্ঠান করা।

৩১. মহিলাদেরকে মাসজিদে যেতে বাধা দেয়া।

৩২. আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায়ে অনীহা প্রকাশ করা।

৩৩. ফজর ও আছরের সালাত বেশী দেরী করে আদায় করা, যা বেশীরভাগ মাসজিদে বর্তমানে চালু আছে।

৩৪. আযানের পুর্বে বিভিন্ন দো'য়া-দুরূদ পড়া।

৩৫. আস সালাতু খাইরুস মিনান নাউম এর জবাবে সাদাক্বতা ওয়া বারারতা বলা।

৩৬. আযানের দো'য়ায় বাড়তি অতিরিক্ত শব্দ ও বাক্য যোগ করা।

৩৭. ইক্বামাতের বাক্যগুলো একবার একবার করে বলাকে উত্তম মনে না করা।

৩৮. ক্বাদক্বা-মাতিস সালাহ্ এর জবাবে আক্বামাহুল্লাহ্ ওয়া আদামাহা বলা।

৩৯. জায়নামাযের দো'য়া পাঠ করা।

৪০. সালাতের শুরুতে মুখে উচ্চারণ করে বানানো নিয়্যত পাঠ করা।

৪১. কাতারের মধ্যে পরস্পরের মাঝে ফাঁক রেখে দাঁড়ানো।

৪২. কাতারের মধ্যে পরস্পরে পায়ের সাথে পা এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলাতে অনীহা প্রকাশ করা।

৪৩. মাসজিদে জামা'আত হয়ে গেলে পুনরায় দ্বিতীয় জামা'আত পড়তে নিষেধ করা।

৪৪. দ্বিতীয় জামা'আত পড়ার সময় ইক্বামাত না দেয়া।

৪৫. সালাতে রাফউল ইয়াদাঈন না করা।

৪৬. সালাতে বুকের উপর হাত না বাঁধা।

৪৭. সালাতে নাভির নিচে হাত বাঁধা।

৪৮. পুরুষ ও মহিলাদের সালাতে পার্থক্য করা।

৪৯. ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরাহ্ আল-ফাতিহা না পড়া।

৫০. জেহরী সালাতে জোরে আমীন না বলা।

৬০. দুই সিজদার মাঝখানে দো'আ না পড়া।

৬১. দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকয়াতের জন্য উঠার সময় সিজদা থেকে উঠে না বসে

সরাসরি উঠে যাওয়া।
৬২. সালাত আদায়ে তাড়াহুড়া করা।
৬৩. সহো সিজদার জন্য ডানে একবার সালাম ফিরানো এবং পুনরায় তাশাহ্হুদ পড়া।
৬৪. তাশাহ্হুদে বসে শুধু একবার শাহাদাত আঙ্গুল উঠিয়ে সাথে সাথে নামানো।
৬৫. সালাম ফিরানোর পর ইমামের ঘুরে না বসা।
৬৬. সালাম ফিরানোর পর সাথে সাথে উঠে যাওয়া।
৬৭. সালাম ফিরানোর পর মাথায় হাত রেখে দো'আ পড়া।
৬৮. সালাম ফিরানোর পর ইমাম মুক্তাদীর সম্মিলিত মুনাজাত করা।
৬৯. ফরয সালাতের সালাম ফিরানোর পর আল্লাহ্র রাসূল ﷺ এর শিখানো তাস্বীহ-তাহ্লীল ও যিক্র-আয্কার না করা।
৭০. ইকামাতের পর অথবা জামা'আত চলাকালীন সময় সুন্নাত নামায শুরু করা।
৭১. মাগরীবের পূর্বে দুই রাকয়াত সালাতকে অবজ্ঞা করা।
৭২. বিত্র সালাতকে তিন রাকয়াতে সীমাবদ্ধ করা।
৭৩. সালাতুল বিত্র এক রাকয়াত না পড়া।
৭৪. তিন রাকয়াত বিত্র পড়ার সময় দুই রাকয়াত পড়ে বসা এবং তাশাহহুদ পড়া।
৭৫. কুনুত পড়ার তাক্বীর দেয়া, হাত উঠানো এবং পুনরায় হাত বাঁধা।
৭৬. সফর অবস্থায় সালাত ক্বছর না করা।
৭৭. জুম'আয় তিন খুৎবাহ্ দেয়া।
৭৮. মুসাল্লীদের বোধগম্য ভাষায় জুম'আ ও ঈদের খুৎবাহ্ প্রদান না করা।
৭৯. জুম্আর সালাতের পর আখেরী জোহর পড়া।
৮০. খুৎবাহ্ চলাকালীন সময় মাসজিদে প্রবেশ করে সালাত না পরে বসে যাওয়া।
৮১. জুম'আতুল বিদা পালন করা।
৮২. জানাযার সালাতে ছানা পড়া।
৮৩. জানাযার সালাতে সূরাহ্ ফাতিহা না পড়া।
৮৪. জানাযার সালাতের পর সম্মিলিত মুনাজত করা।
৮৫. কবরস্থানে কুরআন তিলাওয়াত করা।
৮৬. ঈদের সালাত ৬ তাকবীরে আদায় করা।

৮৭. তারাবীর সালাত ২০ রাকয়াত পড়া।
৮৮. তারাবীর সালাত চার রাকয়াত অন্তে-ছুবহানা যিল মূলকী-পাঠ করা।
৮৯. বিভিন্ন প্রকার খতম পড়া।

কুরআন ও সহীহ্ হাদীস বিরোধী বক্তব্য ও অনুষ্ঠান পালন

৯০. শবে বরাত পালন করা।
৯১. শবে মে'রাজ পালন করা।
৯২. মীলাদ মাহ্ফিল পালন করা।
৯৩. মীলাদ মাহ্ফিলে ক্বিয়াম করা।
৯৪. জন্মদিন পালন করা।
৯৫. মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা।
৯৬. শোক সভা করা।
৯৭. উরুস উৎসব করা।
৯৮. শবীনা খতম করা।
৯৯. কুরআন খানী করা।
১০০. ক্ববরকে উৎসবের স্থান বানানো।
১০১. ক্ববরকে উৎসব ও দর্শনীয় স্থান হিসেবে আকর্ষণীয় করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নতুন নতুন নাম ব্যবহার করা। যেমনঃ মাজার শরীফ, দরগা শরীফ, রওজা শরীফ, পাক দরবার, মহা পবিত্র উরুস শরীফ, মহা পবিত্র মাজার শরীফ ইত্যাদি।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দঃ আমাদের সমাজে ত্বরীকা, মায্হাব, সিলসিলা, পীর-মুর্শিদ, দরগা, দরবার ও খানক্বাভিত্তিক আক্বীদা বিশ্বাস, আমল, ইবাদাত ও যিক্র-আয্কার চালু থাকার কারণে অসংখ্য-অগণিত সিদ্ধান্ত ও বক্তব্য প্রচলিত আছে যা সরাসরি কুরআন ও সহীহ্ হাদীস বিরোধী।

উপরে উদাহরণ স্বরূপ একটি ছোট তালিকা পেশ করা হয়েছে।
তাই আসুন! আর দেরী না করে আমাদের আক্বীদাহ্-বিশ্বাস, আমল, ইবাদাত বন্দেগী, যিক্র-আয্কারসহ যাবতীয় কাজ-কর্ম, ধ্যান-ধারণা কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে আলোকিত করি। এতেই নিহিত রয়েছে দুনিয়া আখিরাতের সার্বিক শান্তি, মুক্তি, নাযাত, কল্যাণ ও সফলতা।

এক নজরে আমাদের করণীয়

এখানে আমাদের সেই সব দায়িত্ব-কর্তব্য সংক্ষেপে পেশ করা হলো যা পালন করলে গোটা মুসলিম উম্মাহ্ মতানৈক্য, মত পার্থক্য, ইখতিলাফ, অনৈক্য, দলাদলী, ফিৎনাহ্-ফাসাদ, ভাঙ্গন ও বিভক্তি থেকে বাঁচতে পারবে।

১। একমাত্র কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্কেই শারীয়াতের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা।

২। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সহ যাবতীয় ঈমানিয়াত কুরআন ও সহীহ্ হাদীস অনুযায়ী গ্রহণ করা।

৩। কোন প্রকার শির্ক ও বিদ্'আতকে প্রশ্রয় না দেয়া।

৪। দলীয় ও মায্হাবী পরিচয় না দিয়ে ঘোষণা করতে হবে-ইসলাম আমাদের মায্হাব আর মুসলিম আমাদের পরিচয়।

৫। দ্বীনের যাবতীয় শিক্ষা মায্হাবী ফেক্বাহ্ ও ফাতাওয়ার কিতাব থেকে গ্রহণ না করে; গ্রহণ করতে হবে কুরআন ও সহীহ্ হাদীস থেকে।

৬। কোন প্রকার যঈফ, জাল, মাওযু, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ না করা।

৭। শারঈ' যাবতীয় হুকুম-আহ্কাম সহীহ্ দলীল ভিত্তিক গ্রহণ করা।

৮। পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের কল্পিত অর্থ ও কোন ধরণের অপব্যাখ্যা না করে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যেভাবে বুঝেছেন সেভাবেই গ্রহণ করা।

৯। প্রচলিত কোন আমল বা ধারণা কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে ভুল প্রমাণিত হলে সাথে সাথে তা বর্জন করে যা সহীহ্ ও সঠিক তাই গ্রহণ করা।

১০। দাওয়াত ও তাবলীগ, আহবান ও প্রচার করতে হবে কেবলমাত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীস।

﴿ اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴾

তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকদের অনুসরণ করো না। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে থাক। [৭-সূরাহ্ আল-আ'রাফ: ৩]

আল্লাহ্র রাসূল (সা:) ইরশাদ করেন:

((তোমাদের মধ্যে আমি দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা তাদের আঁকড়ে ধর তবে কখনো পথভ্রষ্ট হবেনা। তাহলো আল্লাহ্র কিতাব এবং আমার সুন্নাহ। আর যারা তাদের (কুরআন-সুন্নাহ্) আঁকড়ে ধরবে তা তাদের পৃথক করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আমার হাউযে কাউসারের পানি পান করবে)) (জা-মি' সহীহ্-২৯৩৭, সিলসিলা সহীহা-১৭৬১, হাদীস সহীহ্)

আল্লাহ্‌র দরবারে ধরণা

পরিশেষে আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে ধরণা দিয়ে কেবলমাত্র তাঁরই সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

((اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ، صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ))

((হে আল্লাহ্‌! হে হৃদয়সমূহকে আবর্তনকারী! তুমি আমাদের হৃদয়সমূহকে তোমার আনুগত্যের উপর আবর্তিত কর))। (সহীহ্‌ মুসলিম ২৬৫৪)

((اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْهُدٰى، وَالتُّقٰى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى))

((হে আল্লাহ্‌! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট হিদায়াত, পরহেযগারী, পবিত্রতা এবং স্বচ্ছলতা প্রার্থনা করছি)) (সহীহ্‌ মুসলিম-২৭২১)

((اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً، وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ))

((হে আল্লাহ্‌! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও। আর জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদেরকে বাঁচাও))

(সহীহুল বুখারী-৪৫২২, সহীহ্‌ মুসলিম-২৬৮৮)

((رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْهَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ))

((হে আমাদের রব! আপনি হিদায়াত দেয়ার পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি মহাদাতা))। (সূরাহ্‌: ৩ আ-লি-ইমরান : ৮)

ইনশা-আল্লাহ্‌! শীঘ্রই বের হচ্ছে- **মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্য কোন পথে?- ৪**

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! 'কুরআন সুন্নাহ্‌ রিসার্চ সেন্টার'- কর্তৃক প্রকাশিত ও পরিবেশিত বইগুলো সংগ্রহ করুন, পড়ুন এবং প্রচার করে শরীক হোন সহীহ্‌ দাওয়াত ও তাবলীগী কাজে।

﴿اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ﴾ آمِيْن

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ.

জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি প্রথমে একটি সোজা রেখা টানলেন এবং তার ডান দিকে দু'টো রেখা টানলেন এবং বামদিকেও দু'টো রেখা টানলেন। এরপর তিনি মাঝখানে সোজা রেখার উপর হাত রেখে বললেন: এটাই আল্লাহ্‌র পথ। অতঃপর এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন.....

অন্য বর্ণনায়-আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ একদিন একটি সোজা রেখা টানলেন এবং বললেন: এটা হলো আল্লাহ্‌র সরল পথ। এর ডানে ও বামে আরো কিছু রেখা টানলেন এবং বললেন: এগুলো ভিন্ন পথ, যার উপর শাইত্বান বসে আছে এবং সে মানুষদেরকে এই পথগুলোর দিকে আহবান করছে। অতঃপর তিনি ﷺ এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন : ﴿নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। সুতরাং এরই অনুসরণ কর এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা সাবধান হও﴾ (সূরাহ্ আন্'আম-১৫৩)

(সহীহ্ ইবনু মাযাহ্ প্রথম খন্ড, অধ্যায়-১, ইত্তিবাউস্ সুন্নাহ্, হাদীস-১১। আহমদ, হাদীস নং-৪২০৫, মিশকাত-১৬৬, হাদীস সহীহ্)

أبو الكلام محمد عبد الرحمن
আবুল কালাম মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান